তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯২

**মেগা প্রকল্প নিয়ে জাপানের সাথে কাজ করবে সরকার**

**--- অর্থমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, অগ্রগতির সকল খাতে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। তাই এখনই বিনিয়োগের সুবর্ণ সময়। জাপান বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে জাপান সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে জাপানের সাথে আমাদের অনেকগুলো প্রকল্প চলমান। এ সকল প্রকল্প আমাদের বিনিয়োগ প্রকল্প, এগুলো থেকে সুফল নিশ্চিত। ভবিষ্যতেও তাদের সাথে আরো বেশি মেগা প্রকল্পে কাজ করবে সরকার।

আজ ঢাকায় শেরেবাংলা নগরে অর্থমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাপানের রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো ((Naoki Ito)-এর সাথে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি জানান, আগামী ১৬ তারিখে তারা তাদের পুরো প্রতিনিধিদল নিয়ে আসবে। তখন পারস্পরিক সুবিধা অসুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

এর আগে পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেসের একটি প্রতিনিধিদল অর্থমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, তাদের দাবি ছিল পিপলস লিজিং এন্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (পিএলএফএস) অবসায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ করা এবং ক্ষুদ্র ও ব্যক্তি আমানতকারীদের সঞ্চয় ফেরত দেওয়া। বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে বলে তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

#

গাজী তৌহিদুল/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/২০২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯১

**বিএনপি চায় না রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফেরত যাক**

**--- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি চায় না রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফেরত যাক। কারণ রোহিঙ্গারা থাকলে তাদের সুবিধা। তারা রোহিঙ্গাদের নিয়ে রাজনীতি করতে পারে।’

আজ ঢাকায় সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে ‘ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর দেশের নীতিবিরোধী’-বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন মন্তব্যের দিকে সাংবাদিকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তথ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন।

ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, ভাসানচরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাদের (রোহিঙ্গাদের) বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। এবং সমস্ত ‘সেফটি মেজার’ নিয়ে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নৌ-বাহিনীর সহায়তায় সেখানে এই কাজগুলো করা হয়েছে।

‘সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে কারা বিরোধিতা করে আপনারা জানেন’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘কিছু এনজিও নিজের সুবিধার্থে এর বিরোধিতা করেছিল, সেই এনজিওগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন, যে রোহিঙ্গারা এখন যেখানে আছে, ভাসানচরে তার চেয়ে অনেক ভালো ব্যবস্থাপনা হচ্ছে। তারপরও তারা সেটির বিরোধিতা কেন করেন, এটি আমার বোধগম্য নয়।’

**‘কিশোর আলো’র অনুষ্ঠানে ছাত্র নিহতের ঘটনা মন্ত্রিপরিষদে**

‘কিশোর আলো’র অনুষ্ঠানে কিশোর ছাত্র নাইমুল আবরার রাহাত নিহত হবার ঘটনা নিয়ে আজ মন্ত্রিপরিষদে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজে কিশোর আলো পত্রিকার অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজন ছাত্রের অসহায়ভাবে মৃত্যুর ঘটনা মন্ত্রিপরিষদে অনির্ধারিত আলোচনায় কয়েকজন উপস্থাপন করলে সবাই এ বিষয়ে উদ্বেগ ও হতাশা ব্যক্ত করেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যে প্রসঙ্গগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলো হলো- স্কুলে যখন কিশোরদের নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান হয়, তখন সেখানে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল কি না। কারণ, রেসিডেন্সিয়াল মডেলের ছাত্র আবরার অনুষ্ঠানের জন্য টানানো বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। এখানে কি গাফিলতি ছিল, সেটি একটি বিষয়। দ্বিতীয়তঃ একজন ছাত্র মারা গেছে তবুও অনুষ্ঠানটা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত ঃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট রাহাতকে কাছের হাসপাতালে না নিয়ে দূরবর্তী হাসপাতালে নেয়া হলো কেন? চতুর্থত ঃ সেই ছাত্র মারা যাওয়ার পর স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছে হাসপাতাল থেকে। হাসপাতালে যখন তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার পকেটে যখন রেসিডেন্সিয়াল মডেলের মনোগ্রাম দেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্কুল বা কলেজের সাথে যোগাযোগ করে। আর আপনারা জানেন, কারো যদি এভাবে অপমৃত্যু হয়, তাহলে সেই লাশের অবশ্যই পোস্টমর্টেম করতে হয়। পোস্টমর্টেম না হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত অনুমোদন লাগে। সেটি না নিয়ে পোস্টমর্টেম ছাড়াই লাশটি দাফন করা হয়েছিল। এই বিষয়গুলো সেখানে আলোচনা হয়েছে।

সাংবাদিকরা এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ গৃহীত হবে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, ‘বিষয়টি তদন্ত হবে, তদন্ত হয়ে কাদের গাফিলতি ছিল, কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে এবং কেন একজন ছাত্র মৃত্যুবরণ করার পরও অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়া হলো, সেই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে। যেহেতু বিষয়টি তদন্তাধীন এজন্য আমি এ বিষয়ে কিছুই বলতে চাই না।

**ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

এ সময় ঢাকার সাবেক মেয়র ও সাবেক সংসদ সদস্য সাদেক হোসেন খোকার মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছালে, মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ তার গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, ‘আমি তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বিধায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তাকে আনার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হচ্ছিল। ইতোমধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তার শোকসন্তপ্ত পরিবার যেন এই শোক সইতে পারে।

তথ্যমন্ত্রীর সাথে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

এর পরপরই তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদের সাথে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন সভাপতি আবু জাফর সূর্য ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরীর নেতৃত্বে তাদের নির্বাহী কমিটির সদস্যরা এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্যসচিব আবদুল মালেক, প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন সভাপতি মোল্লা জালাল ও মহাসচিব শাবান মাহমুদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৭

ইউনিডো’র সাধারণ সম্মেলনে বক্তৃতাকালে শিল্পমন্ত্রী

**অনেক দেশের কাছে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল**

ঢাকা, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

বিশ্বের অনেক দেশের কাছে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের পর ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০২৪ সালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে এলডিসি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শিল্পমন্ত্রী আজ সংযুক্ত আরব আমিরাতে জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউনিডো)-এর ১৮তম সাধারণ সম্মেলনে বক্তৃতাকালে এ মন্তব্য করেন। আবুধাবির এমিরেটস্ প্যালেস হোটেলে এ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্বালানি ও শিল্পমন্ত্রী প্রকৌশলী সুহাইল আল মাজরুই (Eng. Suhil Al Mazrouei) এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থার ইউনিডো’র মহাপরিচালক লি ইয়াং (Li Young) বক্তব্য রাখেন।

শিল্পখাতের বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দক্ষ বেসরকারিখাতের বিকাশ, বিনিয়োগবান্ধব নীতি, স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি শিল্পায়ন পরিকল্পনা, উদ্যোক্তাবান্ধব আমদানি, রপ্তানি ও আর্থিক নীতি এবং প্রণোদনার ফলে বাংলাদেশের শিল্পখাত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। বিদেশি বিনিয়োগে আকর্ষণে সরকার পরিকল্পিত শিল্পনগর, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, অর্থনৈতিক জোন, হাইটেক পার্ক-সহ বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো গড়ে তুলছে। বর্তমানে বাংলাদেশে আটটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্পায়নের লক্ষ্যে এর পাশাপাশি ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে বলে তিনি জানান।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্পায়নের মাধ্যমেই স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সম্ভব। এ লক্ষ্যে এলডিসিভুক্ত দেশগুলোতে ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহায়তা বাড়াতে হবে। এর পাশাপাশি অষ্টম এলডিসি মন্ত্রিপর্যায়ের সম্মেলন-সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সভার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে ইউনিডোর অংশীদারিত্ব জোরদার করতে হবে। বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতের ওপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

#

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৮

**সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্বালানি ও শিল্পমন্ত্রীর সাথে বৈঠক**

শিল্পমন্ত্রী পরে একই স্থানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্বালানি ও শিল্পমন্ত্রী প্রকৌশলী সুহাইল আল মাজরুই (Eng. Suhil Al Mazrouei) এর সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহায়তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় মন্ত্রী বলেন, কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে সারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশে ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনে এগিয়ে আসতে পারে। তিনি সার কারখানা স্থাপনের পাশাপাশি বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ, হালকা প্রকৌশল, ইলেক্ট্রনিক, আইসিটি-সহ উদীয়মান শিল্পখাতে বিনিয়োগের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের মন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি তাঁকে বাংলাদেশ সফরেরও আমন্ত্রণ জানান।

বৈঠকে ভিয়েনায় অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত আবু জাফর, আবুধাবিতে অবস্থিত ডেপুটি চিফ অভ্ মিশন মিজানুর রহমান এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া মন্ত্রী বিকেলে ‘জেন্ডার ইকুয়ালিটি অভ্ উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড দ্যা ফিউচার অভ্ ইনক্লুসিভ ইন্ডাস্ট্রি’ শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন।

#

জলিল/মাহমুদ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯০

**বাংলাদেশে ডিজিটাইজেশনের অগ্রগতিতে বিশ্বব্যাংকের প্রশংসা**

ঢাকা, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

বিশ্বব্যাংকের ১২ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সাথে আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে অবস্থিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সভাকক্ষে এক বৈঠকে মিলিত হন।

বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে চারটি স্তম্ভ - মানব সম্পদ উন্নয়ন, কানেক্টিভিটি, ই-গভর্নেন্স ও আইটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন বাস্তবায়নে কাজ করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বটম-আপ পদ্ধতি অনুসরণ করে তৃণমূল থেকে ডিজিটাজেশনের যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে গ্রামে বসবাসকারী মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেওয়ার জন্য সারা দেশে সাড়ে চার হাজারের বেশি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে ৩৭৯টি সেবা ডিজিটাইজ করেছে। এসব সেবা মানুষ অনলাইনে গ্রহণ করছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সকল সেবা ডিজিটাইজ করা হবে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে পলক আরো বলেন, জাতিসংঘের ই-গভর্মেন্ট সূচক উন্নয়নে সরকার তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছে। এগুলো হচ্ছে ডিজিটাইজেশন, ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম এবং ইন্টার-অপেরাবল (আন্তঃপরিবাহী) ফ্রেমওয়ার্ক। এগুলো বাস্তবায়িত হলে ই-গভর্নমেন্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমান ১১৫ থেকে ৫০ এ উন্নীত হবে।

বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিগত এক দশকে বাংলাদেশের ডিজিটাইজেশনের অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও তারা এলআইসিটি প্রকল্পের সফল সমাপ্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এ প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান যেমন-বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (বিএনডিএ), টিয়ার-৩ ডেটা সেন্টার এবং কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম (সিআইআরটি) বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদলের মধ্যে নির্বাহী পরিচালক গেইর হারডি, ডিজে নর্ডকুইস্ট, প্যাট্রিজিয়ো পাগানো, জর্জ শ্যাবেজ পেরেসা, জিন কডি, হার্ভডি ভেলেরক এবং কয়েকজন বিকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, বিসিসি নির্বাহী পরিচালক পার্থ প্রতিম দেব, এলআইসিটি প্রকল্প পরিচালক মোঃ রেজাউল করিম এবং কম্পোনেন্ট দলনেতা সামি আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৯২১ ঘণ্টা

Handout Number : 4189

**Outgoing Vietnamese Ambassador calls on Foreign Minister**

Dhaka, 4 November :

The outgoing Ambassador of Vietnam to Bangladesh Tran Van Khoa called on Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen at the latter’s office today.

Foreign Minister congratulated the Ambassador on successful completion of his assignment in Dhaka. He said that Bangladesh attaches utmost importance to its bilateral ties with Vietnam and the two countries are close partners in multiple arenas. He urged upon Vietnam to invest in the economic zones and hi-tech parks in Bangladesh as Bangladesh offers the most attractive investment package among the competing regional countries. He also said that bilateral trade can expand if non-tariff barriers are removed.

Dr. Momen sought Vietnam’s support on the Rohingya issue within ASEAN framework of which Vietnam is likely to take over as the chair from January 2020.

Ambassador Khoa thanked the Foreign Minister for support during his assignment in Dhaka. He assured to convey Bangladesh’s concerns on the Rohingya issue to the ASEAN Headquarters and play a positive role as ASEAN chair for a safe, secured and dignified repatriation of the Rohingyas.

#

Tohidul/Mahmud/Sanjib/Abbas/2019/1910 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৬

লন্ডনে অনুষ্ঠিত World Hajj & Umrah Convention এ ধর্ম প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত করতে ১০ দফা পরিকল্পনা গ্রহণ

লন্ডন, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, আগামী বছর বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা আরো সহজ ও উন্নত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পরামর্শ করে ১০ দফা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল লন্ডনের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত ৩ দিনব্যাপী World Hajj & Umrah Convention এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের দলনেতা হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী যে ১০ দফা পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন সেগুলো হলো : ১. সৌদি সরকারের Route To Makkah Initiative এর আওতায় বাংলাদেশের শতভাগ হজযাত্রীর ইমিগ্রেশন বাংলাদেশে করানো, ২. হজযাত্রীদের লাগেজ ব্যবস্থাপনা আরো দ্রুত ও উন্নত করা, ৩. বাংলাদেশি হজযাত্রীর কোটা বাড়ানো, ৪. হজের ব্যয় কমানো, ৫. সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীর সংখ্যা বাড়ানো, ৬. হজ ও ওমরাহ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা, ৭. জেদ্দা ও মদিনা এয়ারপোর্টে হজ যাত্রীদের অপেক্ষার প্রহর কমানো, ৮. সব দেশের হাজিদের সুবিধার জন্য মিনার আয়তন বাড়াতে রাজকীয় সৌদি সরকারকে আনুষ্ঠানিক আহ্বান জানানো, ৯. মাশায়ের মোকাদ্দাসায় হাজিদের সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং ১০. আল্লাহ’র মেহমান হাজিদের খাবার সরবরাহে সৌদি আরবের প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর বাধ্যবাধকতা বন্ধ করা।

ডড়ৎষফ ঐধলল ্ টসৎধয ঈড়হাবহঃরড়হ -এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহসিন তোতলা, নাইজেরিয়ার ন্যাশনাল হজ এন্ড ওমরাহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বশির, স্বাগতিক যুক্তরাজ্য, সৌদিআরব, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, পাকিস্তান-সহ প্রায় ২৫টি দেশের প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, British Hajj & Umrah Council -এর সহযোগিতায় বিভিন্ন সরকারের হজ মিশন এবং হজ ও ওমরাহ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধিরা এ Convention -এ অংশগ্রহণ করে পূর্ববর্তী বছরের হজ ও ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন।

যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিম, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবিএম আমিন উল্লাহ নূরী ও যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত কাউন্সিলর (রাজনৈতিক) দেওয়ান মাহমুদুল হক এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

#

আনোয়ার/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৮৪০ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 4186

jÛ‡b AbywôZ World Hajj & Umrah Convention G ag© cÖwZgš¿x

**evsjv‡`‡ki nR e¨e¯’vcbv Av‡iv DbœZ Ki‡Z 10 `dv cwiKíbv MÖnY**

jÛb, 19 KvwZ©K (4 b‡f¤^i) :

ag© cÖwZgš¿x AvjnvR¡ GW‡fv‡KU †kL †gvt Avãyjøvn e‡j‡Qb, AvMvgx eQi evsjv‡`‡ki nR e¨e¯’vcbv Av‡iv mnR I DbœZ Ki‡Z mswkøó mK‡ji mv‡\_ civgk© K‡i 10 `dv cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q‡Q|

cÖwZgš¿x MZKvj jÛ‡bi †nv‡Uj B›UviKw›U‡b›Uv‡j AbywôZ 3 w`be¨vcx World Hajj & Umrah Convention Gi D‡Øvabx Abyôv‡b evsjv‡`k cÖwZwbwa`‡ji `j‡bZv wn‡m‡e e³e¨ cÖ`vbKv‡j G K\_v e‡jb|

cÖwZgš¿x †h 10 `dv cwiKíbvi K\_v Zz‡j a‡ib †m¸‡jv n‡jv : 1. †mŠw` miKv‡ii Route To Makkah Initiative Gi AvIZvq evsjv‡`‡ki kZfvM nRhvÎxi Bwg‡MÖkb evsjv‡`‡k Kiv‡bv, 2. nRhvÎx‡`i jv‡MR e¨e¯’vcbv Av‡iv `ªæZ I DbœZ Kiv, 3. evsjv‡`wk nRhvÎxi †KvUv evov‡bv, 4. n‡Ri e¨q Kgv‡bv, 5. miKvwi e¨e¯’vcbvq nRhvÎxi msL¨v evov‡bv, 6. nR I Igivn AvBb cÖYqb I ev¯Íevqb Kiv, 7. †RÏv I gw`bv Gqvi‡cv‡U© nR hvÎx‡`i A‡cÿvi cÖni Kgv‡bv, 8. me †`‡ki nvwR‡`i myweavi Rb¨ wgbvi AvqZb evov‡Z ivRKxq †mŠw` miKvi‡K AvbyôvwbK AvnŸvb Rvbv‡bv, 9. gvkv‡qi †gvKvÏvmvq nvwR‡`i myweav e„w× Kiv Ges 10. AvjøvnÕi †gngvb nvwR‡`i Lvevi mieiv‡n †mŠw` Avi‡ei cÖvB‡fU †Kv¤úvwb¸‡jvi eva¨evaKZv eÜ Kiv|

World Hajj & Umrah Convention -Gi cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v †gvnwmb †ZvZjv, bvB‡Rwiqvi b¨vkbvj nR GÛ Igivn KvDwÝ‡ji †Pqvig¨vb †gvnv¤§` ewki, ¯^vMwZK hy³ivR¨, †mŠw`Avie, B‡›`v‡bwkqv, gvj‡qwkqv, fviZ, cvwK¯Ívb-mn cÖvq 25wU †`‡ki cÖwZwbwa G m‡¤§j‡b AskMÖnY K‡ib|

D‡jøL¨, British Hajj & Umrah Council-Gi mn‡hvwMZvq wewfbœ miKv‡ii nR wgkb Ges nR I Igivn G‡RwÝR G‡mvwm‡qkb-Gi cÖwZwbwaiv G Convention -G AskMÖnY K‡i c~e©eZ©x eQ‡ii nR I Igivn Kvh©µg cwiPvjbvi AwfÁZv wewbgq K‡ib Ges jä AwfÁZvi Av‡jv‡K fwel¨r Kvh©µg m¤ú‡K© cwiKíbv MÖnY K‡i \_v‡Kb|

hy³iv‡R¨ wbhy³ evsjv‡`‡ki nvBKwgkbvi mvC`v gybv Zvmwbg, ag© gš¿Yvj‡qi AwZwi³ mwPe GweGg Avwgb Djøvn b~ix I hy³iv‡R¨ wbhy³ KvDwÝji (ivR‰bwZK) †`Iqvb gvngy`yj nK G m‡¤§j‡b Dcw¯’Z wQ‡jb|

#

Av‡bvqvi/gvngy`/mÄxe/Rqbyj/2019/1840NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৫

**বিমান পরিচালনায় সকল অংশীজনকে যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান বিমান প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

বিমান পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল অংশীজনকে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী। আজ সোমবার সকালে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অভ্‌ এয়ারলাইন পাইলটস অ্যাসোসিয়েশনের এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিমান পরিচালনা একটি পেশাগত দক্ষতার বিষয়। ফ্লাইট অপারেশন করার ক্ষেত্রে প্রতিটি জায়গায় দক্ষ জনবল নিয়োগের বিষয়টি নিরাপত্তার খাতিরেই নিশ্চিত করতে হবে। যাত্রীদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়টি মাথায় রাখলে বিমান দুর্ঘটনা সংক্রান্ত যেকোনো বিষয় প্রতিরোধ করা সম্ভব।

মাহবুব আলী বলেন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর জন্য ইতোমধ্যেই নতুন প্রজন্মের ১০টি বোয়িং বিমান ক্রয় করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির আরো দুইটি নতুন ড্রিমলাইনার এবং অভ্যন্তরীণ ও স্বল্প দূরত্বের আন্তর্জাতিক রুটে পরিচালনার জন্য ২০২০ সালের জুনের মধ্যে নতুন ৩টি ড্যাশ-৮ উড়োজাহাজ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরে যোগ হবে। তিনি বলেন, সকল বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ কর্মসূচির আওতায় অচিরেই তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। এছাড়াও সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কক্সবাজার বিমানবন্দর, চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও যশোর বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণসহ নতুন টার্মিনাল ভবনের নির্মাণ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এয়ার মার্শাল (অবঃ) এনামুল বারী, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ মফিদুর রহমান, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অভ্‌ এয়ারলাইন পাইলটস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন জ্যাক নেক্সটার।

#

তানভীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মোহসিন/আসমা/২০১৯/১৩০০ ঘণ্টা